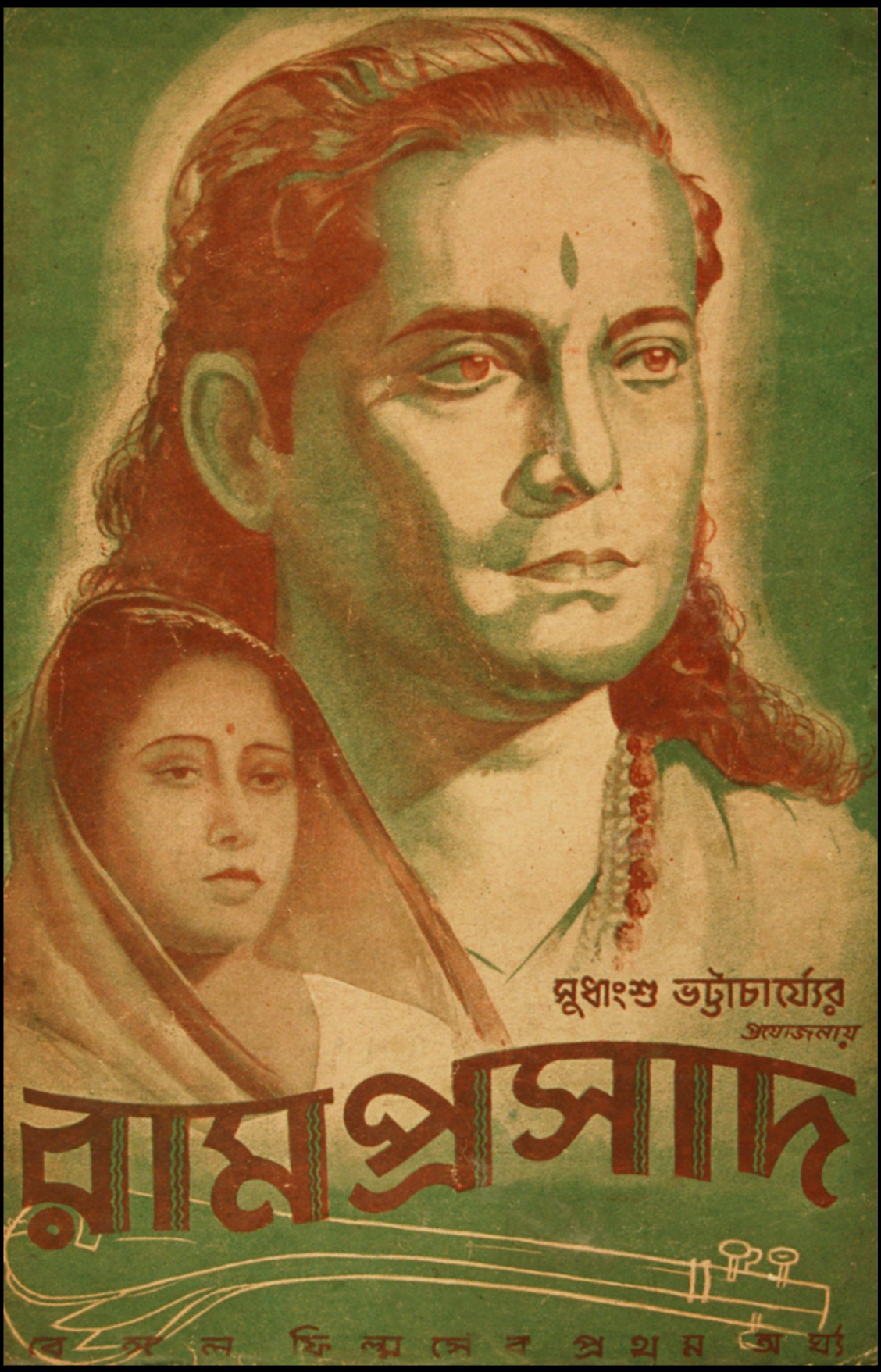
সুধাংশু ভট্টাচার্য্যের
পরিচালনায়
রামপ্রসাদ
বেঙ্গল ফিল্মসের প্রথম অর্ঘ্য

বেঙ্গল ফিল্মসের

রামপ্রসাদ

প্রযোজনা :—শ্রীসুধাংশু মোহন ভট্টাচার্য্য

কাহিনী ও সংলাপ :—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও দেবনারায়ন গুপ্ত
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—দেবনারায়ন গুপ্ত ও বিনয় সেন
সুর সৃষ্টি :— সত্যরঞ্জন দেব চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা :—কৃষ্ণচন্দ্র কাঞ্জিলাল এম এ, এম, আর এস, টি, (লণ্ডন)
শিল্প-নির্দ্দেশ :—নরেশ ঘোষ
রূপ-সজ্জা :—গুপী ব্যানার্জ্জী
সম্পাদনা :—অমর চট্টোপাধ্যায়
রসায়ণ :—ধীরেন দাসগুপ্ত
শব্দযন্ত্র :—সত্যেন ঘোষ
আলোকচিত্র :—অনিল গুপ্ত

আবহ-সঙ্গীত :—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

: সহকারীগণ :

পরিচালনায় :—দিলীপ দে চৌধুরী
ব্যবস্থাপনায় :—নিতাই সরকার
সম্পাদনায় :—অনন্ত ঘোষ ও দেবব্রত রায়
চিত্রগ্রহণে :—সন্তোষ গুহরায়, রাই মোহন দত্ত ও বিমল চৌধুরী
শব্দগ্রহণে :—সুনীল বিশ্বাস ও সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
রসায়নাগারে :—শম্ভু সাহা সামান্ত রায়, ননী চট্টোপাধ্যায়, অমূল্য দাস ও সরল চট্টোপাধ্যায়

: ভূমিকায়

সাবিত্রী	সুজিত চক্রবর্ত্তী	বেচু সিং
নিভাননী	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	আশু বোস
শিশুবালা	তুলসী লাহিড়ী	নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
উষাবতী	তুলসী চক্রবর্ত্তী	অহি সান্যাল
অজন্তা কর	সন্তোষ সিংহ	ইন্দু মুখোপাধ্যায়

নমিতা চ্যাটার্জ্জী, খোকেন চট্টো: প্রভাত সিংহ, কল্পনা গুহ, মণি শ্রীমাণী, অমর চৌধুরী ডা: বোস, শরৎ দাস প্রভৃতি।

পরিবেশন :—ওরিয়েণ্টাল ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৯০।১, হাজরা রোড, কলিকাতা।

রামপ্রসাদ

দেশ তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

যৌবনে রামপ্রসাদের জীবনেও এ ধর্ম্মের প্রভাব এসেছিল—অতি সাধারণ ভাবে। রামপ্রসাদ কীর্ত্তন করেন। আজু গোসাই-এর আড্ডায় যান। কিন্তু মনের ক্ষুধা মেটে না তিনি দেখেন, যে ধর্ম্মের অমর বাণী—'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণে ভজে,' সেই ধর্ম্মেরই ধারক আজু গোঁসাই লক্ষ্মীর মায়ের সৎকারে বৈষ্ণবদের যেতে দেন না কারণ লক্ষ্মীরা জাতে ছিল তাঁতি। রামপ্রসাদ কিন্তু এগিয়ে যান সৎকার করতে। গোঁসাই ক্ষুন্ন হন মনে মনে। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী দুশ্চরিত্র জমিদার ধর্ম্মের আবরণে অবাধ

অত্যাচার চালিয়ে যান—দীন দুঃখী প্রজার ওপরে। রামপ্রসাদ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। প্রতিকারের উপায় খুঁজতে থাকেন। এরই মাঝে তিনি একদিন পথের সন্ধান পান। তান্ত্রিক সাধুর মুখ থেকে দৈব বাণীর মত ভেসে আসে—'আমরা ত দুর্ব্বল মায়ের রুগ্ন সন্তান নই, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সববেত শক্তি নিয়োগ করো।' এর পর রামপ্রসাদ মাতৃ-সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনি শক্তি সাধনা করতে গিয়ে দেখতে পান ধর্ম্মের নামে অনাচার। সুরা, নারী আর বলির রক্ত হল সিদ্ধি লাভের উপায়। কিন্তু রামপ্রসাদের কাছে নারী বিশ্ব-জননীর প্রতীক,—নিরীহ সন্তানের রক্তে মায়ের তৃপ্তি, একথা রামপ্রসাদ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই সন্তানরূপে ভক্তি দিয়ে শক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখালেন নতুন আলোকের সন্ধান।

এই সহজ সরল মানুষটীকে নিয়ে গ্রামের জমিদার, মাতব্বরদের মধ্যে বিরুদ্ধ আলোচনার আর অন্ত নেই। কেমন করে রামপ্রসাদ সেনকে জব্দ করা যায়, তারই উপায় খুঁজতে থাকেন তাঁরা।

শক্তি-উপাসক রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ বিষয় বুদ্ধিহীন। কিন্তু তবুও তাঁকে সংসারী হতে হয়েছে, ব্যবসাদার সেজে হাটের এক প্রান্তে ক্ষুদ্র একটী দোকান ফাঁদতে হয়েছে। নইলে তাঁর সংসার চলে না। কিন্তু ব্যবসা করেও রামপ্রসাদের অচল সংসার সচল হয় না। তাঁর সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বাণী সাংসারীক দুঃখের ঝড়ে অবিরাম সংগ্রাম করে চলেন। যথা সম্ভব দুঃখকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তবুও অনিচ্ছা-সত্বেও রামপ্রসাদের মা সিদ্ধেশ্বরী, পুত্রবধূকে তিরস্কার করেন কেননা সন্তানের মা হওয়া যে জ্বালা, সে জ্বালা সহ্য করতে হয় সিদ্ধেশ্বরীকে। তাঁর আত্মাভোলা ছেলেটীর জন্যে গ্রামের লোকের ত নিত্য নতুন নালিশ লেগেই আছে।

এদিকে রামপ্রসাদের অচল সংসারে অনাহার দেখা দেয়। দিন আর চলে না। তাই সর্ব্বেশ্বর মহাজনকে স্বরচিত কুড়ি হাজার গান, মাত্র কুড়ি টাকায় বিক্রি করে, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় উপার্জ্জনের চেষ্টায় যেতে হয়।

কল্‌কাতা। দুর্গাচরণ মিত্রের তহশীলখানায় এক নতুন মুহুরী এসেছে। সে নাকি আপন মনে বিড়্‌ বিড়্‌ করে বকে। গান গায়। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা নতুন লোকটীকে তাড়াবার জন্যে নালিশ করল—উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কাছে। নালিশের ফলে পাগলের পাগলামী ধরা পড়্‌ল। দেখা গেল—হিসেবের খাতায় মায়েন নাম গান 'দে মা আমায় তবিলদারী'। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী খাতা নিয়ে গিয়ে দেখালে মনিব দুর্গাচরণকে। কর্ম্মচারীরা

নতুন মুহুরীর শাস্তির আশা করল চরম ভাবে। কিন্তু শাস্তির বদলে আসামীর ভাগ্যে মিল্‌ল পুরস্কার। আসামী আজ দুর্গাচরণের পরম প্রিয়জন। পরমারাধ্য।

এমনি করেই দোকানী রামপ্রসাদ, মুহুরী রামপ্রসাদের ভাগ্যে জুট্‌ল একদিন রাজ-সম্মান। রাজসম্মান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলায় উঠল—রামপ্রসাদী সুরের ঢেউ! কিন্তু রাজসভা সাধক-কবি রামপ্রসাদকে প্রলুব্ধ করতে পারলনা। সব তুচ্ছ করে আবার তিনি ফিরে এলেন—হালিসহরের পঞ্চবটীর সিদ্ধ পাদমূলে। জগজ্জননী তাঁর একান্ত ভক্তকে দর্শন দিলেন। অনুগ্রহ করলেন—নানা ভাবে নানা রূপে। তাঁর সাধনা সিদ্ধ হল' স্বীকৃত হল, তাঁর ত্যাগ-নিষ্ঠা আদর্শরূপে পরিগণিত হোল। কেবল তাঁকে স্বীকার করিতে চাইল না বীরাচারী—বীরানন্দ! শেষে অত্মত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় রামপ্রসাদ কেমন করে মা আর মাটিকে ধন্য করলেন—তা রূপালী পর্দ্দায় দেখতে পারেন।

গান

(১)

প্রেমিক লোকের স্বভাব সতন্ত্রর।
ও তার, থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেম এমনি রত্নধন কিছু নাইক' তার মতন
বিশ্ব-ভুবন তুচ্ছ ক'রে প্রেমিক হয় যে জন
ও সে, চোদ্দ-ভুবন ধ্বংশ হ'লেও আসমানে
সে বানায় ঘর॥

(২)

বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ।
জলন্ত অনলে জল ঢালি দিলে
এখনি নিবিয়া যায়
মনের আগুনে কিসে নিভাইব
দিগুন পুড়িছে তায়॥

(৩)

আশার আশে ভবে আসা আসা মাত্র হ'লো
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে ভ্রমর ভুলে র'লো॥
নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথা ক'রে ছলে
মিঠার লোভে তিতা মুখে সারা দিনটা গেল॥
খেলবো ব'লে ফাঁকি দিয়ে নামালে ভূতলে (মাগো)
যে খেলা খেলিলে (মাগো) আশা না পুরালে,
প্রসাদ ব'লে ভবের খেলায় যা হবার তা হ'লো।
এখন, সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো

(৪)

দে মা আমায় তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে ইহা আমি সইতে
নারী।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা সে যে ভোলা
ত্রিপুরারী।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা তবু জিম্মা রাখো
তারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর কেবল চরণ ধুলার
অধিকারী॥
প্রসাদ বলে, এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি
ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ ল'য়ে বিপদ
সারী॥

(৫)

মনরে কৃষিকাজ জাননা।
এমন, মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবেনা।

ও সে মুক্তকেশী শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না
গুরু রোপন করেছে বীজ ভক্তি বারি তায়
সেঁচো না।
ওরে একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে
ডেকে নে না॥

(৬)

প্রেম কারিকর মোরা যত সখীগণ
ভাঙ্গিলে গড়িতে পারি পিরীতি রতন
(এই তো কার্য্য)
ভাঙ্গা আর গড়া এই তো কার্য্য।
ভেঙ্গে গড়ি, গড়ে ভাঙ্গি এই তো কার্য্য।
অন্তরে হাপর মোর অঙ্গারের খনি
বিরহ নিশায় দিয়া ভিজাইয়া আগুনি,
(এই তো যন্ত্র)
প্রেম ভাঙ্গা গড়ার এই তো যন্ত্র।
হৃদয় হাপর মোর নাসিকা চুল্লী
যার যত অভিমান হৃদয়ে গালি !
(বসে কি থাকবো)
আটজন কারিকর বসে কি থাকবো ?
ভাঙ্গা গড়া কাজ মোদের বসে কি থাকবো ?
সোনাতে সোহাগা দিয়ে সোনাতে মিশাই
রসের পাইন করি তাহাতে ভাঙ্গাই।
কুল পোড়ায়ে মোরা কয়লা করেছি
বিরহে অনলে তাই ভিজায়ে রেখেছি।
(জ্বলবে ভালো)
কুলের কয়লা জ্বলবে ভালো
গুমরি গুমরি কয়লা জ্বলবে ভালো।

বেঙ্গল হোসিয়ারী

★ সুলভ

★ সুদৃশ্য ও

★ টেকসই

অন্তর্পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য এই
নামের উপরই নির্ভর করুন—

ইহাতে বিখ্যাত 'ওয়ার্ম-কুল' গেঞ্জি
ব্যবহার করিয়া সকলে
এই কথাই বলেন !

৯০।১, হাজরা রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গল ফিল্মসের পক্ষ হইতে শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মুক্তির প্রতিক্ষায় রহিয়াছে –

সমৃদ্ধির স্বপ্ন ও

সাধনার ঐকান্তিকতার নবতম পরিকল্পনার ছবি—!

পরিবেশক :

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স,

৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।